দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 16 APR 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে উচ্চ মাধ্যমিকে ঝরে পড়েছে লক্ষাধিক শিক্ষার্থী

॥ নিজামুল হক ॥

২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে উচ্চ মাধ্যমিকে নিবন্ধিত হয়েছিল ১৩ লাখ ৯২ হাজার ২৮৬ শিক্ষার্থী। কিন্তু নিবন্ধিত হওয়া শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪ লাখ ৭৪ হাজার ৩২৬ জন এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। শিক্ষা কার্যক্রম থেকে ঝরে পড়ার কারণে পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে না ১ লাখ ১৭ হাজার ৯৬০ শিক্ষার্থী। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর মধ্যে ছেলেদের সংখ্যা বেশি। এ সংখ্যা ৬৬ হাজার ৪৭২। মেয়েদের সংখ্যা ৫১ হাজার ৪৮৮।

ঝরে যাওয়া শিক্ষার্থীর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ২৬ হাজার ৮৮ জন শিক্ষার্থী, রাজশাহী বোর্ডে ১১ হাজার ৩৫৩, কুমিল্লা বোর্ডে ৯ হাজার ৬৬১, যশোর বোর্ডে ১৩ হাজার ৬০৬, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৬ হাজার ৩৯১, বরিশাল বোর্ডে ৫ হাজার ৯৯৯, সিলেট বোর্ডে ২ হাজার ৭৮৩, দিনাজপুর বোর্ডে ৯ হাজার ৭১৮, মাদ্রাসা বোর্ডে ১৪ হাজার ৩২ এবং কারিগরি শিক্ষাবোর্ডে ১৮ হাজার ৩২৯ জন শিক্ষার্থী। কুমিল্লা ও বরিশাল বোর্ডে ঝরে পড়ার হার বেশি। এ সংখ্যা ২৩ শতাংশের বেশি।

ছেলেদের হার বেশি

নিবন্ধিত হয়েও ২০০৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ঝরে পড়েছিল ১ লাখ ৪৩ হাজার ২৯৭ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ছেলে ৮১ হাজার ৬৬৭ এবং মেয়ে ৬১ হাজার ৬৩০ জন।

নবম শ্রেণীতে নিবন্ধিত এবারের এসএসসি পরীক্ষায় পাঁচ লাখ ৩৪ হাজার ৩১০ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। নিবন্ধন করেছিল ১২ লাখ ৬৭ হাজার ৬৩৪ জন শিক্ষার্থী। কিন্তু নিবন্ধিত হওয়া শিক্ষার্থীর মধ্যে এবার এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে ৭ লাখ ৩৩ হাজার ৩২৪ জন।

এ বিষয়ে সরকারি বাংলা কলেজের উপাধ্যক্ষ বদরুন নাহার জানান, অনেক কলেজে নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীকে পরীক্ষায় অংশ নিতে দেয়া হয় না। আর্থিক কারণে অনেক শিক্ষার্থী নিবন্ধন করার পর ঝরে পড়ে। এছাড়া অনেকে নির্ধারিত সময়ে ফরম ফিলাপ করতে ব্যর্থ হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে চাকরি এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে বিয়ে হয়ে যাওয়া এ পর্যায়ে ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ।

রাজধানীর ভিকারুন নিসা নূন স্কুল এ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ রোকেয়া আক্তার বেগম বলেন, স্কুলের নির্বাচনী পরীক্ষায় পাস না করার কারণে অনেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে না। এছাড়া পরীক্ষার পড়া শেষ করতে না পারার কারণে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে না বলে তিনি জানান।

ঝরে পড়ার কারণ হিসাবে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মুহম্মদ শামসুল হক বলেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণেই এই ঝরে পড়া। তিনি বলেন, অনেক অভিভাবক মেয়েদের লেখাপড়ায় তেমন আগ্রহী নয়। এসএসসি পরীক্ষার আগেই মেয়েদের বিয়ে দেন। ফলে এর একটা বড় অংশ ঝরে পড়ে। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার কারণে অনেক অভিভাবক তার সন্তানকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করে। দেশে বিরাজমান বেকার সমস্যার কারণে অনেক অভিভাবক তার সন্তানকে লেখাপড়ার চেয়ে বিদেশে পাঠান। ফলে নিবন্ধিত হয়েও এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে না। তিনি আরো জানান, ঢাকায় অনেক স্কুলের এইচএসসির ফরম ফিলাপে কঠোর পদ্ধতি অবলম্বন করে। যা ঝরে পড়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে।